সংবাদ
27 APR 2008

# মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে কমিউনিটির ভূমিকা

জিএম সোহ্‌রাওয়ার্দী/পার্থ সারথী ঘোষ

পটভূমি

শিক্ষা আমাদের অধিকার, আমাদের দেশে এই অধিকারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আমাদের সংবিধান ও দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ রাষ্ট্রকে দিয়েছে। অর্থাৎ জনগণের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রকে তার দায়িত্বের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে। তা না হলে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে, যথাযথভাবে পালন করবে না। সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্রের ঘুম ভাঙাবে যে জনগণ সেই জনগণের মধ্যেও এই বোধ বা ধারণার বড় অভাব যে শিক্ষা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি অধিকার। ফলে জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত এবং শিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি বড় ধরনের বাণিজ্য পণ্য যেখানে অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে নয় বরং সুযোগের ভিত্তিতে এটি অর্জনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা না হলে গণমানুষের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে মানসম্মত শিক্ষার বিষয়গুলো সক্রিয়ভাবে তুলে ধরে তাদের সচেতন করে তোলার কার্যকর উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই অভাববোধ থেকে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিআরডিএস স্থানীয় কমিউনিটিভিত্তিক যুব সংগঠন- 'যুব সমাজের আলো'র মাধ্যমে ২০০৩ সাল থেকে ঝিগাতলা-হাজারীবাগ অঞ্চলে 'মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিআরডিএস ও যুব সমাজের আলো আজকের 'মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে কমিউনিটির ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও এর প্রয়োজনীয়তা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই শেষ কথা নয়, সেই শিক্ষা হতে হবে গুণগত বা মানসম্মত। মানসম্মতভাবে এটি অর্জন করা না গেলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মানসম্মত শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীকে সময়মতো তার পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা মানসম্মত মৌলিক সূচকগুলোর আলোকে শিক্ষাচক্র শেষে নির্ধারিত ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা যথাযথভাবে অর্জন করে। যে বিষয়গুলো থাকলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জিত হচ্ছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি সেগুলো হলো :

যে বয়স থেকে শিক্ষা অর্জন শুরু করার কথা সে বয়সেই শিক্ষা অর্জন শুরু করা, ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারা, বই খাতা, কাগজ-কলম, পোশাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সঠিকভাবে পাওয়া, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়াসহ শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারা এবং শিশুদের যে পড়ালেখার বাইরে বাড়তি কাজ না করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা অন্তর্নিহিত রয়েছে। ব্যবহারিক স্বাক্ষরতা ও জীবনব্যাপী দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার কথা। একটি গুণগত বা মানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি এটি অর্জন করা না যায় তাহলে অর্জিত স্বাক্ষরতা যেমন স্থিতিশীল হতে পারে না, তেমনি জীবনব্যাপী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ঘাটতি থেকে যায়।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সূচক

১. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সূচক : শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সূচকের মধ্যে রয়েছে

* স্বাক্ষরতা দক্ষতা * স্বনির্ভর পাঠ দক্ষতা * স্বনির্ভর ও সৃজনশীল লেখার দক্ষতা * পাঠাভ্যাস অর্জন * গাণিতিক সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা * বিজ্ঞান সচেতনতা ও সামাজিক দক্ষতা * চিত্রকলা, অঙ্কন, সঙ্গীত ও কার্যকর ললিত কলার সৃজনশীল প্রকাশ।

২. মানসম্মত শিক্ষার সূচক : মানসম্মত শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়ার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ হচ্ছে * শিক্ষকের সাধারণত শিক্ষাগত যোগ্যতা * শিক্ষকের প্রশিক্ষণ অর্জন * শিক্ষকের বয়স এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা * নারী শিক্ষকের অগ্রাধিকার * নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা * বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান * যোগাযোগ দক্ষতা * শিশু ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি মনোভাব।

৩. শ্রেণী ব্যবস্থাপনা : মানসম্মত শিক্ষায় শ্রেণী ব্যবস্থাপনা একটি মূল উপাদান এবং ফলপ্রসূ শ্রেণী ব্যবস্থাপনার নির্দেশক হচ্ছে- * দলগত শিক্ষা এবং সক্রিয় শিখন-শেখানো পরিবেশ সৃষ্টি * শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত * শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক * পাঠ পরিকল্পনা * সময়ের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যবহার * একক ও ছোট দলে কাজ করা এবং করানো * প্রয়োজনভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার।

৪. শিক্ষা উপকরণ : শিক্ষা উপকরণ হবে- * আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য * জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত * বিষয়ভিত্তিক ক্রমমানভিত্তিক শব্দভাণ্ডার সংবলিত * পাঠপর্যায়ে বহুল পরীক্ষিত।

৫. অর্জিত যোগ্যতার পরিমাপ : শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার পরিমাপের সূচক হবে- * পূর্ব নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা * বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা * ধারাবাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং বার্ষিক পরিমাপ * প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার পরিমাপ।

৬. শিক্ষাক্রম : মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম হতে হবে- * শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক * শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও কর্মমুখী * সামাজিক ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন * জাতীয় প্রয়োজনভিত্তিক * জীবন দক্ষতামুখী * জ্ঞানের একাধিক শাখা সম্পার্কিত * সমন্বিত সহশিক্ষা ক্রমিক ও অন্তঃশাস্ত্রীয় কর্মভিত্তিক।

৭. শিক্ষক-শিখনসামগ্রী : মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষা ও শিখনসামগ্রীকে হতে হবে- * সুনির্দিষ্ট বয়সভিত্তিক * সঙ্গতিপূর্ণ * কৌতূহলোদ্দীপক * আকর্ষণীয় * টেকসই * সুপ্রাপ্য * স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস * বিচিত্র ধরনের * কম দামি বা ভর্তুকি প্রদত্ত * বারবার ব্যবহার যোগ্য

৮. ব্যবস্থাপনা : মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দিক নানাভাবে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এখানে শুধু চলমান বিদ্যালয় পর্যায়ে সূচকগুলো তুলে ধরা হলো * ভৌত সুবিধাদি সংরক্ষণ * পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ * শিক্ষাসামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ * কার্যকর তত্ত্বাবধান কৌশল অনুসরণ * পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন * শিক্ষক-অভিভাবক সভায় ফলপ্রসূ মতবিনিময় * কার্যকর এসএমসি।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্কট

বাংলাদেশের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলেই যে মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে মোটেও তা নয়। কারণ বেশির ভাগ স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। প্রায় প্রতিবছরই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো পাঠ্যপুস্তক হাতে পায় না। যেসব শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হয় তাদের একটি বড় অংশ প্রাইমারি স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করতে পারে না। তার আগেই ঝরে পড়ে। এ বিষয়গুলো মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

বর্তমানে আমাদের দেশে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা প্রবর্তনে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। সেগুলো হলো * জনগণের দারিদ্র্য * বহুমুখী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা * শিক্ষকের স্বল্পতা * কার্যকর শিক্ষানীতির অভাব * শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি * আমলাতান্ত্রিক জটিলতা * বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বল্প বেতন কাঠামো * শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণের অভাব * কার্যকর শিক্ষা উপকরণের অভাব * শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগ সময়ের স্বল্পতা * শিক্ষাক্রমে দুর্বলতা * শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি * শিক্ষকদের বিভিন্ন বেসরকারি কাজে নিয়োজিত * শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব * জনগণের অংশীদারিত্বের অভাব * রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা * বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদির অভাব * বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের দুর্বলতা * প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থায়নের স্বল্পতা।

প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করার মাধ্যমেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এ কাজে প্রয়োজন জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ। শিক্ষা অধিকারের ভিত্তিতেই জনসাধারণ এ কাজে এগিয়ে আসতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখা ও শিক্ষকদের কার্যক্রম তদারক করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি করা, শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা, অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যেতে পারে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে যা করা যেতে পারে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হলে তৃণমূল বা স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্র বা ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এটার সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না। যে কাজগুলো এখানে করার প্রয়োজন এবং করার সুযোগও রয়েছে সেগুলো হলো :

* শিক্ষার সমস্যা নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দকে সচেতন করে তোলা যেমন কোন শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সময় মতো নতুন বই পাচ্ছে না। তাহলে এলাকার জনগণ ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করে পুরনো বই জোগাড় করে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারেন। বই সংগ্রহের জন্য অবশ্যই স্কুলের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

* স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় রাখা। স্কু[ল] ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত করা এবং স্কুলের বিভি[ন্ন] সমস্যা সমাধানে তাদের সদা সক্রিয়া রাখার উদ্যো[গ] নেয়া প্রয়োজন।

* স্থানীয় পর্যায়ের জবাবদিহিতা ও নমনীয়তা ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাস[ন] শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডগুলো ঠিকমতো পরিচালনা করছে কিনা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহি[ত] করেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে। প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

* সঠিক সহশিক্ষা উপকরণ প্রবর্তন। ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকা[ণ্ডে] জড়িত করতে তাদের জন্য সঠিক সহশিক্ষা উপকর[ণ] দিতে হবে।

* অধিকার বোধ নিয়ে প্রচারণা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠা[নে] ভর্তি প্রক্রিয়াসহ শিক্ষার অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গু[লো] নিয়ে নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে। এ জন্য স্থা[নীয়] পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশ। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের এ[ই] প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা তা[দের] সমস্যা এবং প্রয়োজনগুলো যেন তুলে ধরতে পারে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রি[য়া] অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হবে এবং স্কুল কমি[টির] জবাবদিহিতাও সম্পন্ন হবে।

মানসম্মত শিক্ষা অধিকার আন্দোলনে কমিউনিটি

মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার নি[শ্চিত] করার লক্ষ্যে স্থানীয় কমিউনিটিভিত্তিক যুব সংগঠন [যুব] সমাজের আলো ২০০৩ সালের মধ্যভাগ থেকে [কাজ] করে আসছে নিজস্ব সীমিত সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভ[ব]। তাদের এ কর্মকাণ্ড গতিশীল ও পরিকল্পিতভাবে এগি[য়ে] নেয়ার জন্য ২০০৬ সালের শুরু থেকে পিআরডি[এস] আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান [করে] আসছে। পিআরডিএস এবং যুব সমাজের আলোর [যৌথ] প্রয়াসে এ কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির অন্যান্য অংশও স[ম্পৃক্ত] হচ্ছে। পিআরডিএস আর কারিগরি সহায়তায় [যুব] সমাজের আলো ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রাথ[মিক] বিদ্যালয়গুলোর কমিউনিটি স্কোরিংয়ের কার্যক্রম হ[াতে] নিয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো[কে] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতন [করা,] মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলো চি[হ্নিত] করা এবং এই সব প্রতিবন্ধকতা অপসারণে স্বল্প ও [দীর্ঘ মেয়াদে] যেমন কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল করা। মানসম্মত সর্বজ[নীন]

---

জানা গেছে, লাল
আক্তার দীর্ঘদিন ধরে
ব্যবসাসহ মাদক ব্যবসা
আটপাড়া থানার এসআ
সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপনে
রেবা আক্তারের বাড়ি
ভারতীয় মদ এবং ৫০
তাকে গ্রেফতার করে।
মামলা হয়েছে।

## শ্রীপুরে সাপের
## দুই ব্যক্তির

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপু

বিষাক্ত সাপের দংশনে শ্রীপু
দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
কৃষক আবদুর জব্বারের
আক্তারকে (১৬) সাপে কা
অবস্থায় শ্রীপুর উপজেলা
নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়
মোহাম্মদ আলী মণ্ডল (৪
বস্তাবন্দি করে। পরে এ
জনতা সাপটি দেখতে চাই
মাত্রই সেও সর্প দংশনে আ
হাসপাতালে নেয়ার পথে সে

**বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্বাস্থ্য সহ**

শ্রীপুরের কর্ণপুর গ্রামে বিদ্যুৎ
রহমান (৪৫) নামে এক
(এএইচআই) মৃত্যু হয়েছে।
বাড়ির পানির মোটরে বিদ্যুৎ
করতে গিয়ে সে তড়িতাহত হ

## মানিকগঞ্জে
## গৃহবধূর আ

প্রতিনিধি, শিবালয় (মানিকগ

বুধবার শিবালয় উপজেলায়
দুই গৃহবধূসহ এক যুবক আত্ম
পুলিশ জানায়, উপজেলার
গ্রামের জনৈক ধনী আহমেদে
বেগম (২৭) পারিবারিক কল
বিষপানে এবং তেওতা গ
মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী
(২০) একই কারণে তা
শশিনারায়ণে বেড়াতে এ
ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা ক
পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজে
ইতালিপাড়ার জনৈক হাজী অ
পুত্র রফিকুল ইসলাম (৩
আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর
যায়নি। সংশ্লিষ্ট থানায় পৃথক ম

## ঘিওর হাট-বা
## বৈদ্যুতিক খুঁটিতে
## নেই : জনদুর্ভোগ

সংবাদদাতা, ঘিওর (মানিকগ

মানিকগঞ্জের ঘিওর বাজারে
বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বাতি না
বাজারে যাতায়াতরত পথচারী
মারাত্মক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে

জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে
উপজেলা প্রশাসন হাসপা
উপজেলা মোড়, বাসস্ট্যান্ড,
ধান হাট, গরু হাট ও পুরাত
বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে
বাতি দেয়া হয়। কিন্তু ঝড়-
অল্প দিনেই ওই বাতিগুলো
ফলে সন্ধ্যার পরে ঘিওর
এলাকার অধিকাংশ স্থানে
নিমজ্জিত থাকে। এই হাটে
অধিকাংশ ব্যবসায়ী, ক্রেতা
সাধারণ পথচারী লোকজ
দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এছাড়া বাজারের বিভিন্ন স্থা
খুঁটিতে বাতি না থাকায় চুরি
অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি